পরবর্তী টার্গেট কে এবং কোথায়?

অনন্ত

আমাদের দেশকে আজ কোন দেশের সাথে তুলনা করা যায়? ইরাক, আফগানিস্তান, কুয়েত, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন, সৌদি আরব , ভারতের কয়েকটা রাজ্য (কাশ্মীর, বিহার, পাঞ্জাব)নাকি অন্য কোন দেশ। ঠিক বোঝতে পারছি না, কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার মিল খাবে। উপরের প্রত্যকটি দেশে প্রতি দিন ই বোমা, গ্রেনেড, গুলাগুলি, অপহরন, জঙ্গি তৎপরতার ছরাছরি। আমাদের দেশের অবস্থা ও একই রকম হতে চলছে। কয়েকদিন পরপর বোমা, গ্রেনেড ফাটছে। অপহরন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি এসব তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আট মাসের মধ্যে দু জন সংসদ সদস্য আততায়ীর হাতে মারা গেলেন। তারমধ্যে ২১শে আগষ্টের ভয়াবহ ঘটনা। দেশে এতসব ঘটনার পর সরকারকে খুব নির্বিকার মনে হচ্ছে। অবস্হা দেখে মনে হচ্ছে এই সব ঘটনার কারণ উদঘাটনের চেয়ে সরকার নিজেদের রাজনৈতিক লাভ ক্ষতি হিসাব নিকাশে মনযোগ দিচ্ছে বেশি। যাই হোক, সরকারের এই নিস্পৃহ ভাব জনগণের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দিচ্ছে। সবার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন এই সব বোমাবাজ, গ্রেনেডবাজদের পরবর্তী টার্গেট কে বা কোথায় হতে পারে বোমা বা গ্রেনেড বিস্ফোরন। এই ব্যাপারটাই আমি আলোকপাত করতে চাই, যদি ও প্রথমে বলে নিচ্ছি আমি কোন জ্যোতিষি নই কিংবা আমার কাছে কোন সুত্র নেই। সবটুকুই অনুমানের উপর লেখা। আমার অনুমান ভুল হতে পারে ১০০%। পাঠক সেটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে এবং ভুল ধরিয়ে দিলে বাধিত হব।

প্রথমে দেখে নেয়া যাক এই সকল বোমাবাজ, গ্রেনেডবাজদের তৎপরতা কোথা থেকে শুরু হল। যদি এই সকল ঘটনার পিছনে ইসলামী মৌলবাদিদের সন্দেহ করি(এঁদের সন্দেহ করার যথেষ্ঠ যুক্তিসংগত কারণ আছে, অথবা না করি তবে প্রত্যকটি ঘটনার পিছনে আলাদা আলাদা কারণ দেখতে হবে কিন্তু প্রত্যকটি ঘটনা প্রায় একই ধরনের এবং সূত্র ও একই ধরনের তাই ইসলামী মৌলবাদীদের সন্দেহ করা হচ্ছে), তবে দেখা যাচ্ছে তাঁদের অপতৎপরতা শুরু হয়েছে কবি শামসুর রাহমান কে হত্যা চেষ্টার মধ্য দিয়ে। কিংবা আরও পিছনে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ৯২ সালে কুখ্যাত ঘাতক গোলাম আজমের উপর গণ আদালত গঠনের পর দেশের শীর্ষ স্থানীয় বুদ্ধিজীবিদের মুরতাদ ঘোষনা দিয়ে ফতোয়া জারি অথবা লেখিকা তসলিমা নাসরিনের লেখার জন্য মাথার মুল্য ঘোষনা, আর ও পিছনে দেখা যায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্টানে জামাত শিবিরের রগ কাটা(বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র নেতার উপর) অভিযান, আর পিছনে সাম্প্রদায়িক দাংগা অথবা আর ও পিছনে । আমি আর পিছনে যেতে চাচ্ছি না যদি ও এই সকল ঘটনার মুল কারণ উদঘাটন করতে হলে আমাদের অতীত দেখতে হবে, কিভাবে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বীজ এই ভূখন্ডে রুপিত হল।

কবি শামসুর রাহমান হত্যা চেষ্টার দিক থেকে আমি মনযোগ দিচ্ছি কারণ (১) লেখার ভাব ধরে রাখার জন্য এবং (২) পাঠকের বিরক্তির কারণ না হওয়ার জন্য।

বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে কবি শামসুর রাহমান কে হত্যার চেষ্টা করা করা হয়। এসময় কবি পরিবারের সহায়তায় একাধিক হত্যাচেষ্টাকারীকে (ওরা নিজেদের জামাতুল মুজাহিদিন এর কর্মী বলে পরিচয় দিয়েছে) গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। কিন্তু এর পর কেইসের (হত্যা চেষ্টার) কি হল জানা গেল না অথবা জানতে দেয়া হল না। কিন্তু সেই শুরু। উদিচির সমাবেশে বোমা হামলা, সিপিবি ’র জনসভায় বোমা হামলা, রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষ বরন অনুস্টানে বোমা হামলা, আহমদিয়াদের মসজিদে বোমা হামলা, বানিয়াচঙের গির্জায় বোমা হামলা, নারায়ণ গজ্ঞে আওয়ামী লীগের কর্মী সভায় বোমা হামলা, সিলেটে শেখ হাসিনার জনসভার অদুরে বোমা তৈরির বাসায় বিস্ফোরন। এরপর বর্তমান বি এন পি সরকারের আমলে শুরু হল(সম্ভবত) ময়মনসিংহে ঈদের আগের রাতে সিনেমা হলে বিস্ফোরন দিয়ে। তারপর সার্কাস চলার সময়

বোমা হামলা, সিলেটে সিনেমা হলে বোমা হামলা, সিলেটে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরী এর উপর গ্রেনেড হামলা, সিলেটে আওয়ামী লীগের কর্মী সভায় মেয়র কামরানের উপর গ্রেনেড হামলা, গাজীপুরে আওয়ামী লীগের সাংসদ আহছান উল্লাহ মাস্টারকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা, ২৭ ফেব্রুয়ারী অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে কুপিয়ে হত্যা চেস্টা, ঢাকায় ২১শে আগস্ট ২০০৪সালে আওয়ামী লীগের জনসভা চলাকালে শেখ হাসিনার উপর গ্রেনেড হামলা ও আইভি রহমানসহ ২০জন আওয়ামীলীগ কর্মী কে হত্যা এবং সর্বশেষ সিলেটের হবিগঞ্জে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে আওয়ামীলীগের সাংসদ সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়াসহ পাঁচজনকে হত্যা। আশা করা যায় তালিকা আরও দিনদিন লম্বা হবে। এর মধ্যে বাদ গেছে দিনাজপুরে জামাতুল মুজাহিদিনের মেসে বোমা তৈরীর সময় বিস্ফোরন, রাজশাহীতে বাংলা ভাইয়ের আবির্ভাব, পার্বত্য চট্টগ্রামে জংগীঘাটি উদঘাটন, দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা সময়ে জংগীদের গ্রেফতারের খবর, ঢাকায় কুটনৈতিক এলাকার কাছাকাছি কুড়িলে অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধার, চট্টগ্রামে ১০ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার ইত্যাদি। কিন্তু কোনটির সুষ্ঠ তদন্ত হয়নি বা হতে দেয়া হয়নি। বিচারতো অনেক পরের কথা।

লক্ষ্য করুন বিগত সরকারের আমলে শুধু মাত্র বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং বর্তমান সরকারের আমলে বোমা হামলা থেকে গ্রেনেড হামলা হচ্ছে। অর্থাৎ অপরাধীরা আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার শুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাসীরা এ কে ৪৭, এম-১৬ রাইফেল সংগ্রহ করেছে। সব বোমা বা গ্রেনেড হামলা বিবেচনা করে বলা যায় অপরাধীরা একাধিক সংগঠিত দল হলে তাদের মধ্যে আদর্শ গত মিল খুব কাছাকাছি, তারা নিজেদের মধ্যে ভালভাবেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। আর একটি সংগঠিত দল হলে বোঝা যাচ্ছে তাদের নেটওয়ার্ক সমস্ত দেশ ব্যাপী। এমন কি সরকারের ভিতরে তাদের সমমনা লোকের অভাব নেই এটা স্পস্ট করে বোঝা যাচ্ছে। সরকারের তদন্ত কাজকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। এট শুধু বি এন পি- জামাত জোট সরকারের তদন্ত কাজ নয়, বিগত আওয়ামী সরকারের তদন্ত কাজকে তারা সফল ভাবে প্রভাবিত করেছে বলে আমার মনে হয়। এছাড়া তদন্ত রিপোর্ট না বের হওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ দেখছি না। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যেহেতু তাদের লোক রয়েছে, তাই খুব শিগ্রিই রহস্য উন্মোচিত হবে এমনটা কল্পনা ও করা যাচ্ছে না। এমন কি সরকার পরিবর্তন হলেও না। যাহোক এটা আমার লিখার বিষয়বস্তু না। পাঠক একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়, আগের সরকার কিংবা বর্তমান সরকারের প্রথম দিকে যেসব বোমা হামলা হয়েছে সেগুল ছিল সাংস্কৃতিক অনুস্টানে, গির্জা, মসজিদে। তবে বর্তমান হামলা রাজনৈতিক দলের উপর হচ্ছে। যদিও আগের সরকারের আমলে সি পি বি ’র রাজনৈতিক সভা, শামীম ওসমানের উপর আক্রমন হয়েছে। তবুও বেশীর ভাগ আক্রমন সাংস্কৃতিক সংগঠনের উপর হয়েছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের উপর গ্রেনেড হামলা দেখে বোঝা যাচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুস্টান থেকে রাজনৈতিক দলের উপর হামলাকে গুরুত্ব দিচ্ছে বেশী। আমার মনে হচ্ছে, তাঁরা ভাবতেছে সংস্কৃতির উপর আঘাত আপাতত স্থগিত রেখে দেশকে দ্রুত রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূন্য করে দিলে তারা তাদের লক্ষ্য খুব সহজেই বাস্তবায়ন করতে পারবে। তাই ভবিষ্যতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর আরও আঘাত আসছে এটা বোঝা যাচ্ছে। সংস্কৃতির উপর আপাতত আঘাত আসছে না এটা বলা যাচ্ছে না, কারণ হামলাকারীর কাছে যেটা সুবিধা জনক সেখানেই হামলা চালাবে। সংশয়ের কথা হচ্ছে অপরাধী যদি একাধিক সংগঠিত গোষ্টি হয়, যাদের একটি গ্রুপ রাজনৈতিক দলের(আওয়ামী লীগ ও বাম দল অথবা উভয়ের) উপর হামলা চালাচ্ছে, আরেক গ্রুপ সংস্কৃতির উপর হামলা করছে, তবে বলা যায় রাজনৈতিক দল অথবা সাংস্কৃতিক অনুস্টান যখন যেটা সুবিধাজনক সেখানেই হামলা হবে। আর হামলাকারীরা যদি একটি সংগঠিত গোষ্টী হয় তবে আপাতত রাজনৈতিক দলের উপর আঘাত চলবে কিছু দিন। কারণ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অকেজো করে দিলে অপরাধীদের লক্ষ্য পুরনে বেশী বেগ পেতে হবে না।

এখন দেখা যাক কাদের উপর ভবিষ্যতে হামলা হতে পারে? প্রথমে রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে ভাবি। অতীতে বাম দলের উপর বোমা হামলা দিয়ে শুরু হলে ও বর্তমানে সেটা অওয়ামী লীগের

উপর চলছে। আট মাসের মধ্যে দুই জন সংসদ সদস্য আর ২১শে আগষ্ট গোটা আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব শূন্য করে দেয়ার চেস্টা থেকে বলা যায় ভবিষ্যতে এই দলটি সহ শেখ হাসিনার উপর এককভাবে আরও হামলা হবে। তবে ২১শে আগস্ট এর পর থেকে যেহেতু শেখ হাসিনা নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে রয়েছেন, তাই হামলাকারীরা আপাতত আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতৃত্বের দিকে মনযোগ দিতে পারে। যেসব নেতা বা নেত্রীর মাঠপর্যায়ে যোগাযোগ বেশি, তারা হামলার হিটলিস্টে প্রথম দিকে আছেন বলে হয়। কাদের উপর হতে পারে? প্রসঙ্গিক ঘটনা বিবেচনা করে অনুমানের উপর বলছি পরবর্তী হামলার শিকার হতে পারেন আবদুল জলিল আসাদুজ্জামান নুর, মতিয়া চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, আবদুল হামিদ, শহিদুল হক, শেখ সেলিম এবং আরও যারা মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয় অথচ সংসদ সদস্য হন নি। হামলা একজন একজন করে হওয়ার সম্ভবনা বেশি।

এবার আওয়ামী লীগের বাইরে দেখি। প্রথমে লক্ষ্য করি বাম দল গুলোর উপর। বাম দল গুলোর সম্মিলিত জোট ১১ দলের মধ্যে দুই থেকে তিনটি দলই(সি পি বি, ওয়ার্কাস পার্টি, বাসদ) সক্রিয়। বাকি গুলোর জনসমর্থন খুবই কম। তাই পরবর্তী হামলার লক্ষ্য সি পিবি , ওয়ার্কাস পার্টি, বাসদ হতে পারে। এর মধ্যে প্রথম দুটি দলের উপর হামলা হওয়ার সম্ভবনা বেশি। এখানে আমার মতামত হচ্ছে, সি পি বি ও ওয়ার্কাস পার্টির মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও রাশেদ খান মেননের উপর হামলা হলে বাম দল গুলোর টিকে থাকা খুব মুস্কিল হবে।

বাম দল গুলোর বাইরে যাই। পাঠক বলুনতো কোন ব্যক্তি এককভাবে মৌলবাদীদের আদর্শ বিস্তারে সবচেয়ে বেশি বাগড়া দিচ্ছেন? জানি সবাই বলবেন এক জনের নাম। তিনি হলেন গনফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেন। কিছু দিন আগে তাঁকে মুরতাদ ঘোষনা করা হয়েছে(মনে আছে তো অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের উপর আক্রমনের আগেও আজাদ স্যারকে মুরতাদ ঘোষনা করা হয়েছিল)। তাই সহজেই বোঝা যাচ্ছে ডঃ কামাল হোসেন এর উপর হামলা চেস্টা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর বাকি যেসব বাম সমর্থক রাজনৈতিক দল আছে,তাদের নিয়ে মৌলবাদিরা কোন কিছু ভাবছে না বলেই আমার মনে হয়।

এবার দৃষ্টি দেই, বি এন পি এর দিকে। অনেকেই হয়তো ভাবছেন বি এন পি এর উপর হামলার সম্ভবনা আছে নাকি বা থাকলে কতটুকু? আমার মনে হচ্ছে ঠিক এই মুহুর্তে বি এন পি 'র প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর হামালার সম্ভবনা খুব ই কম। তবে যে সব আঞ্চলিক নেতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের পক্ষে বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেন, তাদের উপর যে কোন মুহুর্তে আঘাত আসলেও আসতে পারে।

এখন রাজনৈতিক দলের বাইরে দৃষ্টি দেই। অতীতের হামলাগুলো হয়েছে আহমদিয়াদের মসজিদে, গির্জায়, ছায়ানটের বর্ষবরন আনুষ্টানে, মেলায়, সাকার্সে, সিনেমা হলে।বাকি রয়েছে কোন গুলো। হিন্দুদের মন্দির, রথ যাত্রা, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের অনুষ্টান, শহীদ মিনারে ভাষা দিবস , যাত্রা, থিয়েটার, এফ ডি সি সহ অন্যান্য যে সব জায়গায় উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্টান হয়, সেগুলো এখন হামলার লক্ষবস্তু হতে পারে। তবে এই কথা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, আগে যে গুলিতে হামলা হয়েছে সেগুলোতে আর হবে না। আমাদের সংস্কৃতির সাথে জড়িত কিংবা পাশ্চাত্যসংস্কৃতির যে গুলোর চর্চা এদেশে হয়, সব গুলোর উপর হামলা হতে পারে।

আমাদের দেশে বাঙ্গালী সংস্কৃতি, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ বিকাশে যে সকল বুদ্ধিজীবি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের উপর যে কোন মুহুর্তে হামলা হতে পারে। বাংলাদেশী জাতীয়বাদের বুদ্ধিজীবিরা নন এই কারণে যে, সাম্প্রদায়িক গোষ্টির কাছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আর মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রায় সমার্থক। কবি শামসুর রাহমানের উপর হামলা হয়েছে, লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের উপর হামলা হয়েছে, তাই বলা যায় লেখক, কবি, অধ্যাপক সাংবাাদিক, রবীন্দ্রশিল্পী, নজরুল শিল্পী সহ অন্যান্য যারা মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করেন, তাদের উপর আঘাত আসতে পারে। এই তো কয়েকদিন আগে বিশষ্ট বুদ্ধিজীবি আনু মুহাম্মদের উপর হামলা হয়েছে। মুনতাসীর মামুন, শাহরিয়ার কবির, জাফর ইকবাল, অর্থনীতিবিদ এ কে এম আকাশ, সাংবাদিক মতিউর রহমান কে হুমকি দেয়া হয়েছে। সময় সুযোগ করে

হামলাকারীরা অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের উপর ও হামলা করতে পারে।

সব শেষে আমি বলতে চাই, এভাবে হামলা, হত্যা, ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে হামলাকারীরা আমাদের বাঙ্গালী সংস্কৃতি রুদ্ধ করতে পারবে কি না সে ব্যাপারে আমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে উদাহরন হিসেবে চোখের কাছেই আফগানিস্তান রয়েছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আমাদের। পিছনে তাকাবার সময় নাই, এমন কি সময় নষ্ট করার মতো সময় নাই। খুব দ্রুত আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে মৌলবাদ রোখা যায়, এবং রোখতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

অনন্ত
২-০২-০৫
ananta_atheist@yahoo.com